বেতার কথা

বাংলাদেশ বেতার রংপুরের প্রকাশনা

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার রংপুর: উত্তর জনপদের সাংস্কৃতিক বাতিঘর

১৯৬৭ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই দিনটি কেবল উত্তরবঙ্গ নয়, বরং পুরো দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে আছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে রংপুর বেতার আজও আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রংপুর বেতারের ভূমিকা যুগান্তকারী। বিশেষ করে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে এর অবদান অনস্বীকার্য। এই অঞ্চলের ভাওয়াইয়া, পালাগান এবং অন্যান্য লোকসংস্কৃতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রংপুর বেতার একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়, রংপুর বেতারের শিল্পী ও কলাকুশলীরা স্বাধীন বাংলা বেতারে তাঁদের অবদান রেখে মুক্তির সংগ্রামকে বেগবান করেছিলেন। এ ঐতিহ্য আমাদের গৌরবের, আমাদের শক্তি এবং আমাদের অগ্রগতির প্রেরণা।

প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর সম্প্রচারের পরিসরে বৈচিত্র্য এনেছে। ঐতিহ্যবাহী বেতার সম্প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে অনুষ্ঠান স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে বেতার মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং সমাজ সচেতনতা তৈরিতে রংপুর বেতারের আওতাভুক্ত প্রায় চার শতাধিক শ্রোতাক্লাবের কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর আগামী দিনে আরও সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অঞ্চলের উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে বদ্ধপরিকর। সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর সকলকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্র বর্তমানে এ এম ১০৫৩ কিলোহার্টজ/২৮৪.৯০ মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এবং এফ এম ৮৮.৮, ৯০ এবং ১০৫.৬ মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসমূহ রেডিও সেট ছাড়াও মোবাইল ফোন ও মোবাইল অ্যাপে শোনা যায়। এছাড়া, ফেইসবুক এবং ইউটিউবে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ প্রচার করা হচ্ছে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান

শুরু থেকেই বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সঙ্গীত বিভাগ শুধু বিনোদন নয়, প্রেরণা ও সংস্কৃতি চর্চারও কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষা ও তথ্যনির্ভর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানে সঙ্গীতের মোহনীয় সুর কখনোই থামে না। কর্মব্যস্ত জীবনের অবসরে স্বস্তি দেওয়া থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজে উদ্যম জোগানো - সব ক্ষেত্রেই সঙ্গীত হয়ে ওঠে মানুষের নিত্যসঙ্গী।

রংপুর বেতার দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে চলেছে। দেশাত্মবোধক গান, ভাওয়াইয়া, পালাগান, রংপুরের ঐতিহ্যবাহী মেয়েলী গীত, ক্ষ্যাপা গান, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গান, এমনকি ছায়াছবির গানও নিয়মিতভাবে শোনা যায় এখানে। জনপ্রিয় কিছু অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে 'গাড়িয়াল বন্ধু', 'গানে গানে কিছুক্ষণ', 'গল্প স্বল্প গান', 'তিস্তা পাড়ের গান', 'চিরায়ত বাংলা'- যেগুলো শ্রোতাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে গীতিকার, শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের নিরলস প্রচেষ্টা। মোট ১৩০ জন গীতিকারের রচনা এখানে জীবন পায়, আর ৭০০ জন শিল্পী তাদের কণ্ঠ দিয়ে সাজিয়ে তোলেন প্রতিটি সুর। সেতার, তবলা, কিবোর্ড, গিটার, দোতরা, এস্রাজ, বেহালা, বাঁশি, মন্দিরার মতো যন্ত্রগুলোর সুর সঙ্গীতকে করে তোলে প্রাণবন্ত। শিল্পীদের পাশাপাশি যন্ত্রীরাও সঙ্গীতের জগতে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেন।

প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রংপুর বেতারের অগ্রযাত্রা এখন আরও গতিশীল। টেপ রেকর্ডারের যুগ পেরিয়ে এখন সব গান ডিজিটালি সংরক্ষণ করা হয়। শিগগিরই অটোমেশন পদ্ধতি চালু হলে যেকোনো শ্রোতা ঘরে বসেই বেতারের সঙ্গীতের ভাণ্ডার থেকে নিজের পছন্দের গান সন্ধান পাবেন। এই পরিবর্তন শুধু আধুনিকতারই প্রতীক নয়, শ্রোতাদের কাছে বেতারকে আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার এক মাইলফলক।

রংপুর বেতারের প্রত্যাশা সঙ্গীতের মাধ্যমে এ কেন্দ্র শুধু মনোরঞ্জনই নয়, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধকেও ছড়িয়ে দিবে জনে জনে। সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় এই যাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, সেটাই কামনা।

নাট্যানুষ্ঠান

রংপুরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শিকড় প্রোথিত বহু আগে। দেশভাগেরও পূর্বে এ অঞ্চলের গ্রামগঞ্জে গাড়িয়াল বন্ধুর গান কিংবা শহরবন্দরে যাত্রা-পালার মঞ্চমুখরতা ছিল নিত্যদিনের চিত্র। রংপুরের মাটিতে গড়ে উঠেছিল নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র, যার খ্যাতি ছড়িয়েছিল দূরদূরান্তে। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নিজের নাটক দেখতে এসেছিলেন রংপুরে -এমন ঐতিহ্যের ধারক এই জনপদ।

১৯৬৭ সালে রংপুর বেতার প্রতিষ্ঠার পরের বছরই যাত্রা শুরু হয় নাট্যাভিনয়ের। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম রচিত 'অনেক তারার আশা' ছিল এ কেন্দ্রের প্রথম শ্রুতিনাটক। স্বাধীনতার পর নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে বেতারের নাট্য বিভাগ। সামাজিক বাস্তবতা থেকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা - বিষয়বস্তুর বিস্তৃতিতে বৃদ্ধি পায় শিল্পী-কুশলীদের সংখ্যা।

১৯৭৭ সালে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয় রংপুর বেতার টাউন হল মঞ্চ থেকে সরাসরি প্রচারিত হয় গোষ্ঠীভিত্তিক নাট্য উৎসব। রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ার সাতটি নাট্যদল অংশ নেয় এই আয়োজনে। এরপর থেকে এ অঞ্চলের নাট্যগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে নিয়মিত সহযোগিতার সেতুবন্ধ গড়ে উঠে বেতারের।

বর্তমানে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রংপুর বেতার থেকে প্রচারিত হয় নাটক। শিল্পী, লেখক ও শ্রোতা - সবদিক থেকেই বেড়েছে সম্প্রসারণ। পূর্বের তুলনায় নাট্যকারদের সম্মানী বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পীদের সম্মানও যুক্ত হয়েছে মর্যাদার পাল্লায়। রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ভেঙে এখন সমাজের নানা স্তর, সংকট ও স্বপ্নকে তরঙ্গের মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা হয় সাহসিকতার সঙ্গে। নতুন প্রজন্মের নাট্যকারবৃন্দ সামাজিক দায়বদ্ধতা, ইতিহাসচেতনা আর মানবিক গল্পের সমন্বয়ে নাটক রচনা করছেন। নাটককে হাতিয়ারে পরিণত করে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর সচেতন, সংবেদনশীল ও শৈল্পিক প্রজন্ম তৈরির ব্রতে সচেষ্ট।

বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসের শুক্রবার রাত ১০টায় ও শনিবার দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ৫০ মিনিটব্যাপী পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটক প্রচারিত হয়, এ ছাড়া মাসের দ্বিতীয় বুধবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে ১০ মিনিটের জীবন্তিকা/নাটিকা সম্প্রচার করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রায়ই ৫-১০ মিনিটের সচেতনতামূলক জীবন্তিকা/নাটিকা প্রচার করা হয়।

কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান

ক্ষেতে খামারে অনুষ্ঠান বেতার ও ফেইসবুকে লাইভ প্রচার- উপস্থাপক ও কৃষি বিশেষজ্ঞ

ক্ষেতে খামারে অনুষ্ঠানের আসরভিত্তিক পর্বে সরাসরি পরিবেশনা

স্বাধীনতার পর থেকেই রংপুর বেতার কৃষকদের পাশে থাকার প্রত্যয়ে কাজ শুরু করে। ১৯৮২ সালে মোনাজাত উদ্দিন রচিত 'নিন্দালু' নাটিকার মাধ্যমে প্রথম কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় - কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও এই নাটিকার মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সাল থেকে নিয়মিত কৃষি অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে জনপ্রিয়তা পায় 'করিম মন্ডলের বৈঠকখানা' - যেখানে স্থানীয় কৃষকদের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে সরাসরি আলোচনা হতো।

আজও রংপুর বেতারের কৃষি বিভাগ কৃষকের চাষাবাদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নির্ভরযোগ্য সহায়ক। সপ্তাহের বুধবার ও শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬:৩০টা পর্যন্ত 'ক্ষেতে খামারে' নামের ৩০ মিনিটের আসরভিত্তিক অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের বিশেষজ্ঞরা সরাসরি অংশ নিয়ে কৃষকদের প্রশ্নের উত্তর দেন, পরামর্শ দেন নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে। বিষয়বস্তুতে থাকে ফসলের রোগ-পোকা দমন, সঠিক সার প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থাপনা, পশুপালনের আধুনিক কৌশল থেকে শুরু করে বাজারদর ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার রংপুরের 'সুখী জীবন' অনুষ্ঠানটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় এক অনন্য উদ্যোগ। শুরুতে স্বল্প পরিসরে প্রচারিত হলেও বর্তমানে শুক্রবার বাদে প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এর মূল আকর্ষণ রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা চারটি চরিত্র -জমসের, মর্জিনা, মমতাজ ও আরজিনা। যদিও এরা কাল্পনিক, তবুও তাদের সংলাপ ও আচরণে ফুটে ওঠে গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক ছবি।

শ্রোতারা চরিত্রগুলোর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিদিনের সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সমাধানের পথ খুঁজে পান। গর্ভকালীন যত্ন, শিশুর পুষ্টি, টিকাদান, নিরাপদ মাতৃত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গল্পের মোড়কে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহের কুফল, নারী শিক্ষার প্রসার নিয়েও আলোচনা চলে হাসি-রসের মধ্য দিয়ে।

অনুষ্ঠানটির সাফল্যের রহস্য লুকিয়ে আছে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগে। চরিত্রগুলোর রসবোধ ও প্রাণবন্ত অভিনয় শ্রোতাদের ক্লান্তি দূর করে বিনোদনের পাশাপাশি জাগিয়ে তোলে সচেতনতা। শুধু তথ্য দেওয়া নয়, সামাজিক কুসংস্কার ভাঙা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর লক্ষ্যেই কাজ করে এই অনুষ্ঠান।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বিষয়ক রংপুর বেতারের এই প্রচেষ্টা গ্রাম থেকে শহরের মানুষ - সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে সুস্থ ও সুখী জীবনের বার্তা।

সুখী জীবন অনুষ্ঠানে (বাম থেকে ডানে) - আসরভিত্তিক নাট্যশিল্পী (২ জন), চিকিৎসক ও উপস্থাপক বেতার ও ফেইসবুকে লাইভ

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা অপরিহার্য। বাংলাদেশ বেতার-রংপুর দীর্ঘদিন ধরে শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান তৈরি করে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বেতার-রংপুর কেন্দ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'সবুজ মেলা'। শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজিত এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা ০৫ মিনিটে প্রচারিত হয়। "আজকের শিশু - আগামীর কর্ণধার" স্লোগানকে ধারণ করে গান, কবিতা, যন্ত্রসঙ্গীত, অভিনয় ও উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিশু শিল্পীরা তাদের মেধার প্রকাশ ঘটায়। বিশেষ দিবসগুলোতে তাদের অংশগ্রহণে গীতিনাট্য ও বিশেষ পর্বের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ বেতার-রংপুরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেজ থেকেও সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হয় নারীদের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'মহিলা অঙ্গন'। এতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীরা ফোন-ইনের মাধ্যমে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। বিনোদনের পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, খাদ্য ও পুষ্টিসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তারা। এটি তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

তরুণদের জন্য 'তরুণ কণ্ঠ' একটি সৃজনশীল বিনোদনমূলক প্রচেষ্টা। প্রতি শুক্রবার বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ৩০ মিনিটব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। প্রশিক্ষিত তরুণ শিল্পীরা সংগীত, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের মেধা প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি, সমাজ গঠনে তরুণদের অবদান, দেশ ও জাতির প্রতি তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেওয়া এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

বেতার ও ফেইসবুকে প্রচারিত ইউনিসেফের সহযোগিতায় 'জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক কু-প্রথা প্রতিরোধ' বিষয়ক ফোন-ইন অনুষ্ঠান

বেতার ও ফেইসবুক লাইভে প্রচারিত 'সবুজমেলা' অনুষ্ঠানে ক্ষুদে শিল্পীদের অংশগ্রহণ

অপারেশন বুথ
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

শ্রোতা ক্লাব

শ্রোতা ক্লাব শুধু বেতার অনুষ্ঠান শোনার মাধ্যম নয়, এটি সমাজ গঠনেরও একটি সক্রিয় হাতিয়ার। বাংলাদেশ বেতারের জন্মলগ্ন থেকেই শ্রোতাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক গভীর হয়েছে। শুরুতে চিঠি লেখালেখির মাধ্যমে এই বন্ধন তৈরি হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা রূপ নেয় সংগঠিত শ্রোতা ক্লাবে। গ্রামীণ জনপদে বেতার ছিল বিনোদন ও তথ্যের প্রধান উৎস - এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্লাব।

বাংলাদেশ বেতার রংপুরের শ্রোতা ক্লাবগুলোর কাজ কেবল অনুষ্ঠান শোনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণের মতো উদ্যোগে সরাসরি অংশ নেয়। শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং সমাজ সচেতনতা তৈরিতে রংপুর বেতারের আওতাভুক্ত ৪০০'র অধিক শ্রোতাক্লাবের কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

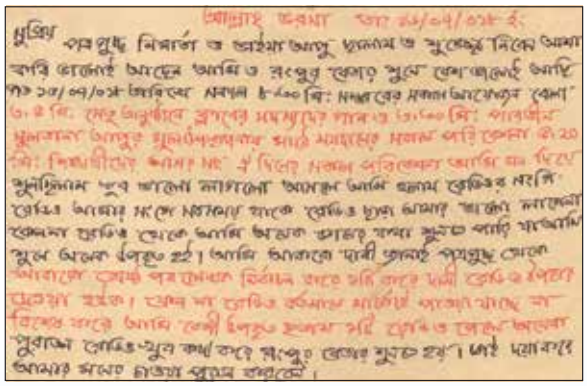

শ্রোতাদের চিঠিপত্র - ভালোবাসা ও মতামতের বহিঃপ্রকাশ

বাংলাদেশ বেতার নিয়মিত আয়োজন করে কুইজ প্রতিযোগিতা ও শ্রোতা সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে ক্লাব সদস্যদের উদ্যোগী করে তোলা হয়। অনেক ক্লাব স্থানীয়ভাবে রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ বা স্বাক্ষরতা অভিযানের মতো কার্যক্রমেও নেতৃত্ব দেয়।

শ্রোতা ক্লাবের মূল শক্তি হলো তাদের প্রতিক্রিয়া। কোনো অনুষ্ঠান জনগণের চাহিদা পূরণ করছে কি না, তা বোঝার জন্য তাদের মতামত অমূল্য। বিশেষ করে কৃষি, স্বাস্থ্য বা নারী উন্নয়নমূলক প্রচারনায় শ্রোতাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা বাড়ায় কর্মসূচির সাফল্য। রংপুর বেতার বিশ্বাস করে, এই ক্লাবগুলোই ভবিষ্যতে গণমাধ্যম ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে। একদিকে যেমন তারা বেতারের অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তোলে, অন্যদিকে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে হয়ে ওঠে সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর।

শ্রোতা আনন্দ মেলায় আঞ্চলিক পরিচালক বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক বেতার শ্রোতাকে পুরস্কার প্রদান

উপস্থাপনা শাখা

বেতারের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে শ্রোতাদের কাছে জীবন্ত করে তোলার পেছনে মূল চালিকাশক্তি হলেন উপস্থাপকরা। বাংলাদেশ বেতার রংপুরের উপস্থাপনা শাখা এই দক্ষ ব্যক্তিদের প্রশাসনিক ও কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। বেতারের মাইক্রোফোনে কণ্ঠ দেওয়া থেকে শুরু করে সম্প্রচারের আগে প্রস্তুতি, স্ক্রিপ্ট তৈরি, এমনকি অনুষ্ঠান সঞ্চালনার সময় প্রযোজ্য প্রযুক্তিগত কাজের সমন্বয় - সবকিছুতেই তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

উপস্থাপকদের দায়িত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে, বেতারের সম্প্রচার নীতি ও মানদণ্ড মেনে শ্রোতাদের জন্য স্পষ্ট, শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় ঘোষণা প্রস্তুত করা এবং পরিবেশন করা, স্টেশন পরিচিতি, জিঙ্গেল, জনসেবামূলক বার্তা এবং প্রয়োজনে সংবাদ বুলেটিন পাঠ করা, অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট রচনা ও সম্পাদনা, সরাসরি সম্প্রচার পরিচালনা এবং শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

উপস্থাপকদের শিফ্‌টভিত্তিক কাজের রুটিন থাকে - সাধারণত দিনে তিন বেলা (সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা) পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করেন তারা। প্রতিটি শিফ্‌টে ২-৩ জন উপস্থাপক সমন্বিতভাবে কাজ করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতারে উপস্থাপকদের টেকনিক্যাল কনসোল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় না, যা সামসময়িক অনেক বেতার কেন্দ্রের চেয়ে ভিন্ন।

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, খেলার সরাসরি সম্প্রচার কিংবা জরুরি পরিস্থিতিতে বিশেষ বার্তা প্রচার - এসব ক্ষেত্রে উপস্থাপনা শাখা অগ্রণী ভূমিকা রাখে। তারা নিশ্চিত করেন যে প্রতিটি শব্দ যথাযথভাবে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছায়।

দক্ষ উপস্থাপক তৈরির পাশাপাশি সম্প্রচার প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদা বিবেচনা করে আরও গতিশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে বেতারকে জনপ্রিয় করে তোলাই উপস্থাপকদের দায়িত্ব।

আলোকচিত্রে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পী ও যন্ত্রীদের সাথে বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ

সঙ্গীতানুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে শিল্পী ও যন্ত্রীদের সাথে বাংলাদেশ বেতার রংপুরের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মো: আব্দুর রহিম

আঞ্চলিক পরিচালক সরাসরি শ্রোতাদের প্রেরিত চিঠি ও ইমেইলের উত্তর দিচ্ছেন

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত র‍্যালি

প্রাণের মানুষ: রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুরোধের আসরঅ

সুবর্ণ জয়ন্তী ২০১৭, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

আলোকচিত্রে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

গানে গানে কিছুক্ষণ: আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে বিশেষ ফোন-ইন ও ফেইসবুক লাইভ

বেতার সম্মাননা পদক অনুষ্ঠান ২০২৩

বেতার স্টুডিও, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

টেপ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

মাস্টার কন্ট্রোল রুম, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

এক নজরে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

নং	শিরোনাম	বিবরণ
০১।	প্রতিষ্ঠা	১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ
০২।	অবস্থান	প্রচার ভবন (বেতার ভবন): ধাপ, রংপুর
০৩।	প্রেরণ কেন্দ্র (ট্রান্সমিটার):	১। এ এম সম্প্রচার: উত্তম, রংপুর
		২। এফ এম সম্প্রচার: ধাপ, রংপুর

চ্যানেল

কেন্দ্র	ফ্রিকোয়েন্সি	মিটার	ক্ষমতা	সম্প্রচার সময় (স্থানীয় সময়)
এফএম (ভিএইচএফ) ৮৮.৮	৮৮.৮ মেগাহার্টজ	৩.৩৮	১০ কিলোওয়াট	০৬:৩০-১০:০০ এবং ১২:০০-২৩:১০
এফএম (ভিএইচএফ) ৯০.০	৯০.০ মেগাহার্টজ	৩.৩৩	৫ কিলোওয়াট	১৯:৩০-২৩:০০
এফএম (ভিএইচএফ) ১০৫.৬	১০৫.৬ মেগাহার্টজ	২.৮৪	১ কিলোওয়াট	১৪:০০-১৫:০০, ১৮:২০-২৩:০০
এএম (মিডিয়াম ওয়েভ) ১০৫৩	১০৫৩ কিলোহার্টজ	২৮৪.৯০	১০ কিলোওয়াট	০৬:০০-১০:০০ এবং ১২:০০-২৩:১৫

বাংলাদেশ বেতার, রংপুরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসূচি

ক্র.	অনুষ্ঠানের নাম	প্রচার সময়	ই-মেইল / ফেইসবুক লিংক	ফোন নম্বর
১।	পত্রগুচ্ছ	প্রতি বুধবার রাত ১০:০০টা এবং রাত ০৮:০০টা ফেসবুক লাইভ	potrogusso@gmail.com	-
২।	গাড়িয়াল বন্ধু	প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৩:০৫মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
৩।	গানে গানে কিছুক্ষণ	প্রতি মাসের ৪র্থ বুধবার বিকেল ৫:১০মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
৪।	সম্ভার: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	প্রতিদিন সকাল ৮:৩০মি:	alaponsomvar@gmail.com	01867667799
৫।	সবুজ মেলা (শিশু-কিশোরদের জন্য)	প্রতি শুক্রবার সকাল ৯:০৫মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
৬।	আলোর পরশ	প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা ২:১০মি:	aloorporosh02@gmail.com / www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
৭।	সুখী জীবন (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক)	প্রতিদিন (শুক্র ও শনিবার ব্যতীত) বিকেল ৪:৩০মি:	sukhijibonbbr@gmail.com	01867667799
৮।	টেঙ্গা-মিঠা-ঝাল (হাস্যরসধর্মী)	প্রতি শনিবার বিকেল ৩:০৫মি:	-	-
৯।	গল্প স্বল্প গান	প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১:০৫মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
১০।	আপনার স্বাস্থ্য	প্রতি রবিবার দুপুর ২:১০মি:	apnarsastho@gmail.com / www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
১১।	ধীমান	প্রতি শুক্রবার বিকেল ৩:৩০মি:	dhimanbbrangpur@gmail.com	-
১২।	আইন জিজ্ঞাসা	প্রতি মাসের ১ম ও ৩য় সোমবার বিকেল ৩:৩০মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
১৩।	লাইফ টার্গেট	প্রতি মাসের ৩য় বুধবার দুপুর ২:১০মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
১৪।	মাঠে ময়দানে	প্রতি রবিবার বিকেল ৩:৩০মি:	mateymoidaney@gmail.com	-
১৫।	ক্ষেতে খামারে	প্রতিদিন (শুক্র ও বুধবার ব্যতীত) সন্ধ্যা ৬:০৫মি:	khetekhamarebd@gmail.com	01867667799
১৬।	আমার গানের বুলবুলি	প্রতি মাসের ২য় সোমবার বিকেল ৫:১০মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
১৭।	চিরায়ত বাংলা	প্রতি মাসের ৩য় সোমবার বিকেল ৫:১০মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799
১৮।	প্রাণের মানুষ	প্রতি মাসের ৪র্থ সোমবার বিকেল ৫:১০মি:	www.facebook.com/bbrangpur	01867667799

উপদেষ্টা
মোঃ আব্দুর রহিম
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সম্পাদক
এ এইচ এম শরিফ
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সহ-সম্পাদক
সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল নাহিয়ান
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সহ-সম্পাদক
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

প্রকাশকাল- মে ২০২৫ | বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কর্তৃক প্রকাশিত | ইউনাইটেড প্রিন্টার্স, রংপুর কর্তৃক মুদ্রিত